97

আজকের কাগজ

তারিখ ... 21 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

বিভিন্ন স্থানে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে

সামনে এসএসসি পরীক্ষা। আর এ পরীক্ষার ফরম পূরণ চলছে স্কুলগুলোতে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষাবোর্ডের নিয়মানুযায়ী ধার্যকৃত ফি আদায় করা হয় না। আদায় হচ্ছে আরো কয়েকগুণ বেশি। এতে করে অভিভাবকরা এ বাড়তি টাকার যোগান দিতে হিমসিম খাচ্ছে- অন্যদিকে একই কারণে বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকছে। দেশের কয়েকটি অঞ্চল থেকে এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর---

নলছিটি থেকে ভোলানাথ জানান, থানার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে মাত্রাতিরিক্ত ফি আদায় করায় অভিভাবক মহল বিপাকে পড়েছেন। উল্লেখ্য, যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড এ বছর এসএসসি পরীক্ষার ফি মানবিক বিভাগে ৫শ' এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৬শ' টাকার মধ্যে ধার্য করে। কিন্তু এ থানার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তা উপেক্ষা করে নিজেদের ইচ্ছেমত দেড় থেকে দু'হাজার টাকা ধার্য করে পরীক্ষার্থিদের কাছ থেকে আদায় করছে। অনেক অভিভাবকের পক্ষেই এত টাকা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিছু টাকা বাকি রেখে ফরম পূরণের সুযোগও শিক্ষকরা দিচ্ছেন না। থানা সদরের মার্চেন্টস্ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত বোর্ডের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা করে যথাক্রমে ১৩৭৫ টাকা এবং ১৪৩৫ টাকা আদায় করছে।

ফেনী থেকে আসাদুজ্জামান জানান, ফেনীর ৫টি থানার বিভিন্ন বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় সবগুলোতেই সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রায় ৪ গুণ বেশি পরীক্ষা ফি আদায় করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ফলে অসংখ্য গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সংশ্লিষ্টশিক্ষাবোর্ডের নিয়মানুযায়ী নিয়মিত পরীক্ষার্থিদের ৪৫০, অনিয়মিতদের ৫২৫ ও বিভাগ উন্নয়নের জন্যে ৫৪০ টাকাহারে ফি প্রদান করতে হবে। প্রাইভেট পরীক্ষার্থিদের ফি লাগবে ৪৯০ টাকা। এর সাথে ৫০ টাকা কেন্দ্র ফি যোগ করা হলেও মোট ফি কিছুতেই ৬শ' টাকার চেয়ে বেশি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু জেলার অধিকাংশ বেসরকারি স্কুলেই কোচিং, বিল্ডিং, খেলাধুলা, মিলাদ, পূজা, পিকনিক ইত্যাদি অজুহাতে বিনা রশিদে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকেই হালের বলদ, বাড়ির গাছপালা, ছাগল, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি বিক্রি করে দিয়েছেন। কেউ বা শেষ সম্বল এক টুকরো জমি বন্ধক দিয়েছেন বা বিক্রি করে দিচ্ছেন। অনেক অভিভাবক সুদে টাকা নিয়ে ছেলে মেয়ের ফরম পূরন করাচ্ছে।

শাহজাদপুর প্রতিনিধি জানান, শাহজাদপুর থানার প্রত্যেকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে। থানার অনেক বিদ্যালয়ে ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা ফি আদায় করা হচ্ছে। অভিভাবকরা সরকারি নিয়মে ফি'র কথা জানতে চাইলে শিক্ষকরা ওই বিষয়ে করছেন উল্টো তর্ক।

গোবিন্দগঞ্জ থেকে গোপাল মোহন্ত জানান, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানা সদরে অবস্থিত গোবিন্দগঞ্জ বিএম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে '৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়সহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত বিদ্যালয়ের ১২৯ জন ছাত্রী আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার জন্যে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্রী ব্যতীত সবাই অকৃতকার্য হয়। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (স্মারক নং শা ১০/ বিবিধ ১৪/২০/৯৪/১৬৮৪ (১৯/১২/৯৫) নির্দেশ অমান্য করে নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রিদের কাছ থেকে ১২শ' থেকে ১৪শ' টাকা নিয়ে ফরম পূরন করাচ্ছে।

ফরিদপুর থেকে বেলাল চৌধুরী জানান, জেলার নগরকান্দা থানার বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থিদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় নানা অজুহাতে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকার এ বছর এসএসসি পরীক্ষার্থিদের কাছ থেকে এপ্রিল, মে ও জুন এই ৩ মাসের বেতন ও কোনো প্রকার কোচিং ফি আদায় না করার জন্যে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রতি নির্দেশ জারি করেছে। কিন্তু সরকারের সে নির্দেশের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে উক্ত থানার বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ কোচিং ফি, ঢাকায় যাতায়াত ফিসহ বিভিন্ন প্রকার ফি আদায় করছে। থানার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থিদের অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন কোনো কোনো স্কুলে বিনা রশিদে ৩শ' টাকা কোচিং ফি আদায় করছে। এ ছাড়া কয়েকটি স্কুল কর্তৃপক্ষ ঢাকায় যাতায়াত ফি নামে একটি অভিনব ফি আদায় করছে। অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, সবমিলিয়ে প্রতিজন ছাত্র ছাত্রীর কাছ থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ ১৬ থেকে ১৭শ' টাকা আদায় করছে। এই মোটা অংকের টাকা জোগার করতে অনেক অভিভাবক হিমসিম খাচ্ছে। এর ফলে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেই এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

চান্দিনা থেকে ওসমান গনি জানান, কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার বিভিন্ন এলাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ে সরকারি নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না। যার ফলে এখানের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। শিক্ষকদের এ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যরা জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে।